বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

www.krishibank.org.bd

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা

০১। *ভূমিকা ঃ*

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তন, গ্রীন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধি, বাতাসের গুনমান হ্রাসের কারনে পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখার প্রয়াসে গ্রীন ব্যাংকিং তথা গ্রীন ফিনান্সিং এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষি, বন, পানি সম্পদ, জমি, জীব বৈচিত্র ও মানব স্বাস্থ্য, শিল্প, বানিজ্যসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যথোপযুক্ত অর্থায়ন করে গ্রীন অর্থনীতিতে অবদানের মাধ্যমে বিরূপ পরিবেশকে রক্ষা করা যায়। গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনাপূর্বক পরিবেশ বান্ধব শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরন ও বায়ু দূষন হ্রাস করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য সুন্দর পৃথিবী উপহার দেয়া সম্ভব।

বাংলাদেশ বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির সম্মুখীন বিধায় বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়ে বিশ্ববাসীর সাথে বাংলাদেশও সোচ্চার। বায়ু দূষন, পানি দূষন ও পানযোগ্য পানির স্বল্পতা, নদী-খাল ও জলাশয় হ্রাস, শিল্প-গৃহস্থালী ও মেডিক্যাল বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা, উন্মুক্ত জায়গা ও বনভূমি হ্রাস, জীব বৈচিত্র্যের হুমকি রোধ করে ক্রমান্বয়ে পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসা আবশ্যক।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সাথে মিশে আছে বলে সময়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকেবহাল। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রতিটি কর্মকান্ডই কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। এ ব্যাংক দেশের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিতে ধারাবাহিকভাবে বিশাল অবদান রেখে চলছে। বর্তমানে পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক "গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা" প্রনয়ন করা হয়েছে।

০২। গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালার উদ্দেশ্য ঃ

(ক) অর্থায়িত ও অর্থায়নযোগ্য প্রকল্প/শিল্প পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর না হয়ে পরিবেশ বান্ধব হওয়া নিশ্চিত করা;

(খ) পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য পরিবেশ সহায়ক প্রোডাক্টসহ পরিবর্তিত বর্তমান পরিবেশ উপযোগী নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে কৃষি, শিল্প, সেবা, বানিজ্য ইত্যাদিতে অর্থায়ন করা;

(গ) সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, ইফ্লোয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ই,টি,পি), হাইব্রিড হফম্যান ক্লিন (এইচ,এইচ,কে) সহ পরিবেশ সহায়ক শিল্পে অর্থায়ন করা;

(ঘ) কম্পিউটারাইজড্ ও অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি ব্যয় সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

(ঙ) পরিবেশ সচেতন গ্রাহক শ্রেণী সৃষ্টি এবং পরিবেশ সুরক্ষায় গনজাগরনমূলক কর্মসূচি গ্রহন ও সমর্থনদান করা;

০৩। গ্রীন ব্যাংকিং এর আওতা ঃ

সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে। পরিবেশের বিপর্যয় রোধসহ পরিবেশ সুরক্ষার যাবতীয় কার্যাবলী ও কর্মসূচি গ্রীন ব্যাংকিং এর আওতায় আসবে।

০৪। কার্যক্রম পরিচালনা ঃ

গ্রীন ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ কর্তৃক নিজস্ব কার্যপদ্ধতি ও কৌশল প্রনয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করতে হবে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্যসহ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রীন ব্যাংকিং নিয়মাচারের যথাযথ বাস্তবায়নের বিষয় নিয়মিত পরিধারন করা হবে।

০৫। গ্রীন ব্যাংকিং ইউনিট/সেল ঃ

গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে 'গ্রীন ব্যাংকিং ইউনিট/সেল' গঠিত হবে। এ ইউনিট/সেল গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাস্তবায়নের সমস্যা নির্ণেয়, উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহন, কার্যমূল্যায়ন ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করবেন।

০৬। পরিবেশগত ঝুঁকি ঃ

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালার অংশ। ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়নকালে ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষনের সাথে একীভূত করে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বিষয়টি বিশ্লেষন করতে হবে। প্রকল্পের চেক লিষ্ট, ঋণ সদ্ব্যবহার প্রতিবেদন, নিরীক্ষা গাইড লাইন, রিপোর্টিং ফরমেটে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে। এ ঝুঁকি বিশ্লেষনকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ঝুঁকির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে ঃ

(ক) ভূমির ব্যবহারজনিত ঝুঁকি;

(খ) ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরার কারনে উদ্ভুত ক্ষতি;

(গ) পশু, হাঁস, মুরগী ইত্যাদির রোগব্যাধি (যেমন এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা);

(ঘ) শিল্প বর্জ্য, পশু বর্জ্য, দূষিত পানি ইত্যাদির ঝুঁকি;

(ঙ) বায়ু দূষন ঝুঁকি;

০৭। পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রকল্প ঋণ ও চলতি মুলধন ঋণ মূল্যায়ন, মঞ্জুর এবং পরিধারনকালে পরিবেশগত ঝুঁকির বিষয়টি ব্যাংকের নজরে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক প্রণীত পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন অনুসরন করতে হবে। ঋণ মূল্যায়ন/মঞ্জুরীপত্রে ঝুঁকি বিষয়ক শর্ত আরোপ করতে হবে। ঋণ বিতরন ও সদ্ব্যবহার/প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরিবেশগত ঝুঁকির শর্ত অনুসরন/বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে।

০৮। জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল গঠন ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবনাক্ততা, নদী ভাংগন, প্রভৃতি প্রনৎবন দেশের বিভিন্ন এলাকার জন্য "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ফান্ড (Climate Change Risk Fund)' গঠন করতে হবে। পরিবেশগত ঝুঁকি প্রবন এ সব এলাকা যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হবে তখন এ ফান্ড থেকে সে সব এলাকার পূর্ণবাসন ও উন্নয়ন করা হবে। দুর্যোগ কবলিত এলাকার পুর্নবাসনের পাশাপাশি এ সব এলাকার জন্য প্রয়োজনে ঋণের বিশেষ সুদ মওকুফ ও ঋণের কিস্তি পুনঃতফসিলীকরন করা যাবে।

০৯। পরিবেশ বান্ধব শিল্প ও ব্যবসায় অর্থায়ন ঃ

গ্রীন ফাইনান্সিং এর অংশ হিসেবে পরিবেশ বান্ধব শিল্প ও ব্যবসায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করার প্রয়াসে বার্ষিক ঋণ কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্প ও ব্যবসায় ঋণ প্রদান নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং এ জাতীয় শিল্প ও ব্যবসায় অর্থায়ন করা আবশ্যক হলে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করে অর্থায়ন করতে হবে। নিম্নোক্ত পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে হবে ঃ

(ক) নবায়নযোগ্য শক্তি তথা- সৌর বিদ্যুৎ ও বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন;

(খ) পরিস্কার পানি সরবরাহ প্রকল্প;

(গ) দূষিত পানি পরিশোধন প্রকল্প;

(ঘ) ক্ষতিকর শিল্প বর্জ্য, পশু বর্জ্য ইত্যাদি পরিশোধন প্রকল্প;

(ঙ) বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্প;

(চ) জৈবসার উৎপাদন প্রকল্প;

(ছ) পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন;

(জ) অর্গানিক শাক্-সবজি, ফল, খাদ্য উৎপাদন;

(ঝ) প্রাকৃতিক উপায়ে কীটনাশক ঔষধ তৈরী।

১০। পরিবেশ সংবেদনশীল খাতে অর্থায়নের নীতি প্রণয়ন ঃ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক বিভিন্ন খাতের জন্য পৃথক নীতিমালা ও কৌশল পত্র প্রণয়ন করতে হবে। লবন সহিষ্ণু, খরা, বন্যা এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রা সহিষ্ণু নতুন প্রজাতির ফসল/ধান উৎপাদনের জন্য ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন করতে হবে। মিঠা পানিতে ইলিশ মাছ চাষ এবং উষ্ণ জলবায়ুতে মুরগী, গাভী ও পশুপালনের নিয়মনীতি প্রণয়ন করতে হবে। ব্যাংক অর্থায়িত বিভিন্ন খাত পর্যালোচনাপূর্বক যে সব খাতের জন্য পৃথক নিয়মাচার নেই সেসব প্রতিটি খাতের জন্য আলাদাভাবে পূর্ণাংগ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। পরিবেশ সংবেদনশীল নিম্নোক্ত খাতের জন্য পৃথক নীতিকৌশল প্রণয়ন করা আবশ্যক ঃ

(১) কৃষি
(২) কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প (মুরগীর খামার, দুগ্ধ খামার ইত্যাদি)
(৩) কৃষি খামার
(৪) বনায়ন
(৫) চামড়া প্রক্রিয়াকরন
(৬) মৎস্য চাষ
(৭) টেক্সটাইল
(৮) নবায়নযোগ্য শক্তি
(৯) পাল্প ও পেপার
(১০) চিনি
(১১) নির্মান ও গৃহায়ন
(১২) ইঞ্জিনিয়ারিং ও বেসিক মেটাল
(১৩) ক্যামিকেল (ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইড ও ফার্মাসিউটিক্যালস ইত্যাদি)
(১৪) রাবার ও প্লাষ্টিক শিল্প
(১৫) হাসপাতাল/ক্লিনিক
(১৬) ক্যামিকেল ট্রেডিং
(১৭) ব্রিক তৈরী
(১৮) শিপ ব্রেকিং

(১৯) খাদ্য বীজ সংরক্ষন ও বিপনন
(২০) কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী ও বিপনন
(২১) হ্যাচারী
(২২) বেকারী
(২৩) ড্রাই ফিস প্রসেসিং
(২৪) তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম
(২৫) কম্পিউটার সফটওয়্যার ও আইসিটি দ্রব্যাদি
(২৬) বনশিল্প ও ফার্নিচার
(২৭) হর্টিকালচার, ফুল চাষ ও বিপনন
(২৮) টেলিকমিউনিকেশন
(২৯) হোটেল, রেষ্টুরেন্ট ও পর্যটন
(৩০) প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং
(৩১) মোবাইল ফোন এক্সেসরিজ
(৩২) কসমেটিক ও টয়লেট্রিজ
(৩৩) ভেষজ ঔষধ শিল্প
(৩৪) ইলেকট্রনিক্স
(৩৫) রেশম গুটি ও রেশম শিল্প
(৩৬) মেশিনে চিড়া ও মুড়ি তৈরী
(৩৭) বরফ কল
(৩৮) আয়োডাইজড লবন তৈরী
(৩৯) ফোন-ফ্যাক্স
(৪০) চাউল কল
(৪১) এলপি গ্যাসের ব্যবসা
(৪২) বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরী
(৪৩) মাশরুম
(৪৪) পরিবেশ বান্ধব পরিবহন
(৪৫) মৃৎ শিল্প
(৪৬) চারকোল তৈরী
(৪৭) আলুর টিস্যু কালচার
(৪৮) ফল প্রক্রিয়াকরন
(৪৯) চা শিল্প
(৫০) ঝিনুক থেকে চুন তৈরী
(৫১) পরিবেশ সহায়ক অন্যান্য খাত

১১। গ্রীন মার্কেটিং ঃ

পরিবেশগত নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত পন্য বা সেবার বাজারজাতকরন পরিবেশ সম্মতভাবে হতে হবে। পরিবেশ বান্ধব পন্য ও সেবার বাজারজাতকরন পরিবেশ সহায়কভাবে করা হলে গ্রাহক/ভোক্তা পরিবেশ রক্ষায় সচেতন হবে। পন্যের মোডিফিকেশন/মানোন্নয়ন, পন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, পরিবহন, পন্যের প্যাকেজিং, পন্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচার কাজ পরিবেশ বান্ধব হতে হবে। যেমন- পলিথিন/প্লাষ্টিক প্যাকেজিং এর পরিবর্তে পাট, চট বা কাগজ ব্যবহার করা যায়। পণ্যের প্রচার কাজে বিল বোর্ড/ইলেকট্রিক বোর্ড এর পরিবর্তে সৌর শক্তির বোর্ড ব্যবহার করা যায়।

১৩। নতুন প্রোডাক্ট প্রবর্তন ঃ

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর দিকগুলো ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে মোকাবেলা করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাংককে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য কৃষি, শিল্প ও বানিজ্য অর্থায়নসহ ব্যাংকের সামগ্রিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্টের সূচনা করতে হবে। নুতন প্রোডাক্টের ক্ষেত্র/উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) কৃষির বিকাশের মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষতিরোধ করে ভারসাম্য রক্ষা;
(খ) শিল্প ও বানিজ্যের ক্ষতি হতে পরিবেশকে নিরাপদ রাখা;
(গ) পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রেক্ষিতে উদ্ভাবিত কৃষি পন্য, বানিজ্য ও সেবার উন্নয়ন, উৎপাদন ও বাজারজাতকরনেকে সহায়তা করা;
(ঘ) কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সি,এস,আর) পরিপালনে ব্যবস্থা গ্রহন;
(ঙ) নবায়নযোগ্য শক্তির উন্নয়ন, অন-লাইন ব্যাংকিং সুবিধা, ব্যয় সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব সেবা প্রদান;
(চ) বন্যা নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা, উপকূলীয় বাঁধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করাসহ নদী ভাঙ্গন রোধ ও জলাশয় হ্রাস রোধ এবং কৃষি ও বনায়নের সম্প্রসারন তথা কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি;
(ছ) নতুন প্রযুক্তির বিকাশ ও সম্প্রসারন।

১৪। ব্যাংকের অভ্যন্তরীন পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ঃ

ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যালয়/শাখার জন্য প্রকৃতপক্ষে যে পরিমান খাবার/ব্যবহারের পানি, কাগজ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ইত্যাদি প্রয়োজন তা নির্ধারনপূর্বক এ সবের অপচয় রোধকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এতদ্‌বিষয়ে 'গ্রীন অফিস গাইডলাইন' অথবা সাধারন নির্দেশনা জারী করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বিদ্যুৎ, পানি, কাগজ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হবার পাশাপাশি বিভিন্ন অফিস ইকুইপমেন্ট পুনঃব্যবহারে পরামর্শ দিতে হবে। ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের সকল শাখা ও কার্যালয়কে কম্পিউটারাইজড্ করতে হবে এবং এ জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারন করতে হবে। ব্যাংকের যে সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার আনুষ্ঠানিকতা পূরণের জন্য রয়েছে অথচা উহা ব্যবহার হয় না, তা উঠিয়ে নিয়ে প্রয়োজনীয় শাখা/ কার্যালয়ে স্থাপনের পদক্ষেপ নিতে হবে। অফিস ব্যবস্থাপনায় প্রিন্টেড ডকুমেন্ট বা যোগাযোগ পদ্ধতির পরিবর্তে অন-লাইন যোগাযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। এক পৃষ্ঠার পরিবর্তে উভয় পৃষ্ঠা প্রিন্ট করে কাগজ সাশ্রয় করতে হবে। উচ্ছিষ্ট/নষ্ট কাগজ নোট প্যাড হিসেবে ব্যবহার করে ও ডিসপোজেবল কাপ/গ্লাস ফেলে না দিয়ে এবং কালির ব্যবহার হ্রাসকল্পে ছোট আকারের বর্ণ দিয়ে প্রিন্ট করে অধিকতর ব্যয় সাশ্রয়ী/ ইকো ফ্রেন্ডলি হবার প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে। ব্যাংকের সকল কার্যালয়/শাখায় বিদ্যুৎ/জ্বালানী/শক্তি সাশ্রয়ী ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিসহ কম্পিউটার, বৈদ্যুতিক পাখা ও বাতি, এয়ারকুলার ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধের ইকুইপমেন্ট স্থাপন করতে হবে। ব্যাংকের সকল শাখা/কার্যালয়ে স্বাভাবিক ইলেকট্রিক বাল্ব এর পরিবর্তে এনার্জি সেভিং বাল্ব প্রতিস্থাপন করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে। ব্যয়, সময় ও শক্তি সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে বর্তমানের স্বশরীরে ভ্রমনের পরিবর্তে ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবস্থা করা যায়। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কক্ষ ব্যতীত অন্যান্য কক্ষে শীতাতপ যন্ত্র ব্যবহার না করা এবং ঠান্ডার পরিমান/সীমা ২০-২২ ডিগ্রীতে সীমিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫। ব্যাংকের গ্রীন শাখা স্থাপন ঃ

পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সহায়ক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার মানসে ব্যাংকে 'গ্রীন শাখা' স্থাপন করার পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে এ ধরনের শাখা বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকে থেকে অনুমোদন নেয়ার পর এ সব শাখা "বিশেষ লোগো" প্রদর্শন করবে। ব্যাংকের গ্রীন শাখাসমূহে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে ঃ

(ক) সর্বোচ্চ পরিমান প্রাকৃতিক আলোর ব্যবহার;

(খ) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহার;

(গ) সৌর বিদ্যুৎ/বায়ু বিদ্যুৎ তথা নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার;

(ঘ) পানি ও বিদ্যুতের স্বল্প ব্যবহার;

(ঙ) ব্যবহার ও পানের জন্য প্রচুর পরিমান বৃষ্টির পানি ধারন;

(চ) রিসাইকেলকৃত পানির ব্যবহার;

(ছ) কাগজ, কলমসহ স্টেশনারীর কম ব্যবহার;

(জ) কম্পিউটারাইজড এবং অনলাইন ব্যাংকিং।

১৪। অন-লাইন ব্যাংকিং ঃ

ব্যাংকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন-লাইন ব্যাংকিং সেবা চালুর পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা প্রবর্তিত হলে সহজে ব্যাংকিং লেনদেন, বিবিধ বিল প্রদান, টাকা উত্তোলন ও জমা করা যাবে। এ লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ব্যাংকের সকল শাখাকে কম্পিউটারাইজড করতে হবে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কম্পিউটার পরিচালনায় প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। যে সব শাখায় বিদ্যুৎ নেই, সে সব শাখার সৌর বিদ্যুৎ বা বায়ু বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে। অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি চালুর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি শাখাকে "কাগজ বিহীন শাখায়" রূপান্তর করতে হবে। অন-লাইন সুবিধা বাস্তবায়িত হলে কাগজ, কলম, প্রিন্টিং, ডাক ও তার, স্টেশনারী ইত্যাদি ব্যয় হ্রাস পাবে।

১৬। গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও পরিকল্পনা ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অন্যান্য কার্যক্রমের ন্যায় গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করতে হবে এবং কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে তা অর্জন করতে হবে। ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট এবং ওয়েবসাইটে গ্রীন ফিন্যান্সিং ও ব্যাংকের অভ্যন্তরীন পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অর্জিতব্য লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশলসমূহ প্রকাশ করতে হবে। ব্যাংকের অভ্যন্তরীন পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং গ্রীন ফাইনান্সিং এর জন্য ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনপূর্বক তা অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে ঃ

(ক) ব্যাংকের যে সব শাখা ও কার্যালয়ে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন বা বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারন করা;

(খ) বিদ্যমান শাখা ও কার্যালয়ে বর্তমানে যে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোল, জ্বালানী ব্যবহার হচ্ছে তা হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা;

(গ) ব্যাংক অর্থায়িত শিল্প, প্রকল্প, কারবার প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক ব্যবহৃত গাড়ি, যন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা;

(ঘ) ব্যাংকের সকল শাখা ও কার্যালয়কে কম্পিউটারাইজড্ করার লক্ষ্যে কোন্ ধাপে কতটি শাখাকে কম্পিউটারাইজড্ করা হবে তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করার পাশাপাশি কোন্ ধাপে কতটি শাখা/কার্যালয়ে অন-লাইন ব্যাংকিং/ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং চালু করা হবে তার সংখ্যা নির্ধারন করা;

(ঙ) ব্যাংকের কোন কোন শাখা/কার্যালয়ের বিল্ডিংকে পরিবেশ বান্ধব করে অভ্যন্তরীন পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় আনা হবে তা নির্ধারন করা;

(চ) পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্প/প্রকল্প/ব্যবসায় অর্থায়ন হ্রাস করার লক্ষ্যে এতদ্‌বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা;

(ছ) পরিবেশ বান্ধব ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট তথা শিল্প/প্রকল্প ব্যবসা ও কৃষিতে অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা;

১৭। ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং গ্রাহকদের প্রশিক্ষন/উদ্বুদ্ধকরন কর্মসূচি ঃ

ব্যাংকের মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসাবে পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকির প্রাসংগিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষন প্রদানসহ উদ্বুদ্ধকরন করতে হবে। ব্যাংক গ্রাহকদেরকেও পরিবেশগত ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে।

১৮। পরিবেশ সচেতন গ্রাহক শ্রেণী সৃষ্টি ঃ

ব্যাংকের গ্রাহক, শিল্প উদ্যোক্তা ও শিল্প/প্রকল্পে কর্মরত কর্মী বাহিনীসহ পন্য/সেবা বাজারজাতকরনের সাথে সম্পৃক্ত লোকজন এবং পন্য/ সেবার ভোক্তাদেরকে পরিবেশ আইন বিষয়ে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি পরিবেশ আইন ও নিয়মনীতি মেনে চলার জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষন কর্মসূচি ইত্যাদি গ্রহন করতে হবে।

১৯। গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রকাশ ও রিপোর্টিং ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকের অতীতের সম্পাদিত কর্মকান্ড, বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যতে গৃহীতব্য কার্যাবলী সম্পর্কে গ্রীন ব্যাংকিং রিপোর্ট প্রকাশ করবে। ব্যাংকের পরিবেশগত কার্যক্রমসহ বড় গ্রাহক/শিল্প উদ্যোক্তার পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম/অবদানের বিস্তারিত ও হালনাগাদ তথ্য গ্রীন ব্যাংকিং রিপোর্টে প্রকাশ করতে হবে।

২০। নির্ধারিত ফরমেটে রিপোর্টিং ঃ

আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ফরমেটে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক স্বতন্ত্র গ্রীন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং এ গ্রীন বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহ কোন স্বাধীন এজেন্সী বা গ্রহনযোগ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক পরীক্ষিত হতে হবে।

২১। ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রেরন ঃ

ব্যাংক কর্তৃক গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত গৃহীত, বাস্তবায়িত ও গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ-সাইট সুপারভিশন বিভাগে রিপোর্ট প্রেরন করতে হবে। প্রত্যেক ত্রৈ-মাসিক রিপোর্ট পরবর্তী ত্রৈ-মাসের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরন করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক বার্ষিক রিপোর্ট এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদ তথ্যসমৃদ্ধ করে রাখতে হবে।

২২। ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহন ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ব্যাংকের বিভাগ/অফিস কর্তৃক একযোগ সমন্বিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ গ্রহন করবে। ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সমন্বয় ও সম্পাদনের সুবিধার্থে বিভাগ ভিত্তিক করনীয় কার্যের তালিকা নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলো যা সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক সম্পাদন করতে হবে ঃ

ক্রঃ নঃ	বিষয়	কাজের বিবরন	ব্যাংক বিভাগের নাম
(১)	পরিবেশগত ঝুঁকি	(ক) ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়নকালে ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষনের সাথে একীভূত করে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বিষয়টি বিশ্লেষন করতে হবে। এ ঝুঁকি বিশ্লেষনকালে নির্ধারিত ঝুঁকির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ আন্তর্জাতিক বিভাগ (ট্রেড)
		(খ) প্রকল্পের চেক লিষ্ট, ঋণ সদ্ব্যবহার প্রতিবেদন, নিরীক্ষা গাইড লাইন, রিপোর্টিং ফরমেটে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ আন্তর্জাতিক বিভাগ (ট্রেড)
(২)	পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	প্রকল্প ঋণ ও চলতি মুলধন ঋণ মূল্যায়ন, মঞ্জুর এবং পরিধারনকালে পরিবেশগত ঝুঁকির বিষয়টি নজরে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক প্রণীত পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন অনুসরন করতে হবে। ঋণ মূল্যায়ন/মঞ্জুরীপত্রে ঝুঁকি বিষয়ক শর্ত আরোপ করতে হবে। ঋণ বিতরন ও সদ্ব্যবহার/প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরিবেশগত ঝুঁকির শর্ত অনুসরন/ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ আন্তর্জাতিক বিভাগ (ট্রেড)
(৩)	জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল গঠন	(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবনাক্ততা, নদী ভাংগন, প্রভৃতি কবলিত দেশের বিভিন্ন এলাকার জন্য "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ফান্ড (Climate Change Risk Fund)' গঠন করতে হবে।	কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগ-১
		(খ) পরিবেশগত ঝুঁকি প্রবন এলাকা যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হবে তখন ফান্ড থেকে সে সব এলাকার পূর্ণবাসন ও উন্নয়ন করা হবে।	শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ আন্তর্জাতিক বিভাগ (ট্রেড)
		(গ) দুর্যোগ কবলিত এলাকার পুর্নবাসনের পাশাপাশি এ সব এলাকার কৃষিসহ অন্যান্য খাতের জন্য প্রয়োজনে ঋণের বিশেষ সুদ মওকুফ ও ঋণের কিস্তি পুনঃতফসিলীকরন করা যাবে।	ঋণ আদায় বিভাগ

ক্রঃ নঃ	বিষয়	কাজের বিবরন	ব্যাংক বিভাগের নাম
(৪)	পরিবেশ বান্ধব শিল্প ও ব্যবসায় অর্থায়ন	(ক) গ্রীন ফাইনান্সিং এর অংশ হিসেবে পরিবেশ বান্ধব শিল্প ও ব্যবসায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করার প্রয়াসে বার্ষিক ঋণ কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।	শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ
		(খ) পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্প ও ব্যবসায় ঋণ প্রদান নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং এ জাতীয় শিল্প ও ব্যবসায় অর্থায়ন করা আবশ্যক হলে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করে অর্থায়ন করতে হবে। পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পে অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ আন্তর্জাতিক বিভাগ (ট্রেড)
(৫)	পরিবেশ সংবেদনশীল খাতে অর্থায়নের নীতি প্রণয়ন	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক বিভিন্ন খাতের জন্য পৃথক নীতিমালা ও কৌশল পত্র প্রণয়ন করতে হব। লবন সহিষ্ণু, খরা, বন্যা এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রা সহিষ্ণু নতুন প্রজাতির ফসল/ধান উৎপাদনের জন্য ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন করতে হবে। মিঠা পানিতে ইলিশ মাছ চাষ এবং উষ্ণ জলবায়ুতে মুরগী, গাভী ও পশুপালনের নিয়মনীতি প্রণয়ন করতে হবে। ব্যাংকের অর্থায়িত বিভিন্ন খাত পর্যালোচনাপূর্বক যে সব খাতের জন্য পৃথক নিয়মাচার নেই সে সব প্রতিটি খাতের জন্য আলাদাভাবে পূর্ণাংগ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। পরিবেশ সংবেদনশীল খাতের জন্য পৃথক নীতিকৌশল প্রণয়ন করতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ
(৬)	গ্রীন মার্কেটিং	পরিবেশগত নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত পন্য বা সেবার বাজারজাতকরন পরিবেশ সম্মতভাবে হতে হবে। পরিবেশ বান্ধব পন্য ও সেবার বাজারজাতকরন পরিবেশ সহায়কভাবে করা হলে গ্রাহক/ভোক্তা পরিবেশ রক্ষায় সচেতন হবে। পন্যের মোডিফিকেশন/মানোন্নয়ন, পন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, পরিবহন, পন্যের প্যাকেজিং, পন্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচার কাজ পরিবেশ বান্ধব হতে হবে। যেমন- পলিথিন/প্লাষ্টিক প্যাকেজিং এর পরিবর্তে পাট, চট বা কাগজ ব্যবহার করা যায়। পণ্যের প্রচার কাজে বিল বোর্ড/ইলেকট্রিক বোর্ড এর পরিবর্তে সৌর শক্তির বোর্ড ব্যবহার করা যায়।	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ আন্তর্জাতিক বিভাগ (ট্রেড)
(৭)	ব্যাংকের অভ্যন্তরীন পরিবেশ ব্যবস্থাপনা	(ক) ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যালয়/শাখার জন্য প্রকৃতপক্ষে যে পরিমান খাবার/ব্যবহারের পানি, কাগজ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ইত্যাদি প্রয়োজন তা নির্ধারনপূর্বক এ সবের অপচয় রোধকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এতদবিষয়ে 'গ্রীন অফিস গাইডলাইন' অথবা সাধারন নির্দেশনা জারী করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বিদ্যুৎ, পানি, কাগজ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হবার পাশাপাশি বিভিন্ন অফিস ইকুইপমেন্ট পুনঃব্যবহারে পরামর্শ দিতে হবে।	সাধারন সেবা বিভাগ
		(খ) ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের সকল শাখা ও কার্যালয়কে কম্পিউটারাইজড্ করতে হবে এবং এ জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারন করতে হবে। ব্যাংকের যে সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার আনুষ্ঠানিকতা পূরণের জন্য রয়েছে অথচ উহা ব্যবহার হয় না, তা উঠিয়ে নিয়ে প্রয়োজনীয় শাখা/ কার্যালয়ে স্থাপনের পদক্ষেপ নিতে হবে। অফিস ব্যবস্থাপনায় প্রিন্টেড ডকুমেন্ট বা যোগাযোগ পদ্ধতির পরিবর্তে অন-লাইন যোগাযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।	তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ প্রকৌশল বিভাগ

ক্রঃ নঃ	বিষয়	কাজের বিবরন	ব্যাংক বিভাগের নাম
		(গ) এক পৃষ্ঠার পরিবর্তে উভয় পৃষ্ঠা প্রিন্ট করে কাগজ সাশ্রয় করতে হবে। উচ্ছিষ্ট/নষ্ট কাগজ নোট প্যাড হিসেবে ব্যবহার করে ও ডিসপোজেবল কাপ/গ্লাস ফেলে না দিয়ে এবং কালির ব্যবহার হ্রাসকল্পে ছোট আকারের বর্ণ দিয়ে প্রিন্ট করে অধিকতর ব্যয় সাশ্রয়ী/ ইকো ফ্রেন্ডলি হবার প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে।	সাধারন সেবা বিভাগ
		(ঘ) ব্যাংকের সকল কার্যালয়/শাখায় বিদ্যুৎ/জ্বালানী/শক্তি সাশ্রয়ী ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিসহ কম্পিউটার, বৈদ্যুতিক পাখা ও বাতি, এয়ারকুলার ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধের ইকুইপমেন্ট স্থাপন করতে হবে। ব্যাংকের সকল শাখা/কার্যালয়ে স্বাভাবিক ইলেকট্রিক বাল্ব এর পরিবর্তে এনার্জি সেভিং বাল্ব প্রতিস্থাপন করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ
		(ঙ) ব্যয়, সময় ও শক্তি সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে বর্তমানের স্বশরীরে ভ্রমনের পরিবর্তে ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবস্থা করা যায়। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কক্ষ ব্যতীত অন্যান্য কক্ষে শীতাতপ যন্ত্র ব্যবহার না করা এবং ঠান্ডার পরিমান/সীমা ২০-২২ ডিগ্রীতে সীমিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ
(৮)	ব্যাংকের গ্রীন শাখা স্থাপন	পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সহায়ক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার মানসে ব্যাংকে 'গ্রীন শাখা' স্থাপন করার পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে এ ধরনের শাখা বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকে থেকে অনুমোদন নেয়ার পর এ সব শাখা "বিশেষ লোগো" প্রদর্শন করবে। ব্যাংকের গ্রীন শাখাসমূহে পরিবেশবান্ধব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে।	শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ
(৯)	অন-লাইন ব্যাংকিং	(ক) ব্যাংকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন-লাইন ব্যাংকিং সেবা চালুর পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা হলে সহজে ব্যাংকিং লেনদেন, বিবিধ বিল প্রদান, টাকা উত্তোলন ও জমা করতে পারবেন। এ লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ব্যাংকের সকল শাখাকে কম্পিউটারাইজড্ করতে হবে।	তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ
		(খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কম্পিউটার পরিচালনায় প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে।	মানব সম্পদ বিভাগ
		(গ) সে সব শাখায় বিদ্যুৎ নেই, সে সব শাখার সৌর বিদ্যুৎ বা বায়ু বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ
		(ঘ) অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি শাখাকে "কাগজ বিহীন শাখায়" রূপান্তর করতে হবে। অন-লাইন সুবিধা বাস্তবায়িত হলে কাগজ, কলম, প্রিন্টিং, ডাক ও তার, স্টেশনারী ইত্যাদি ব্যয় হ্রাস পাবে।	তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ প্রকৌশল বিভাগ
(১০)	নতুন প্রোডাক্ট প্রবর্তন	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর দিকগুলো ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে মোকাবেলা করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাংককে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য কৃষি, শিল্প ও বানিজ্য অর্থায়নসহ ব্যাংকের সামগ্রিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্টের সূচনা করতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ আন্তর্জাতিক বিভাগ (ট্রেড) শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ
(১১)	গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও পরিকল্পনা	(ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অন্যান্য কার্যক্রমের ন্যায় গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করতে হবে এবং কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে তা অর্জন করতে হবে।	শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ

ক্রঃ নঃ	বিষয়	কাজের বিবরন	ব্যাংক বিভাগের নাম
		(খ) ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট এবং ওয়েবসাইটে গ্রীন ফিন্যান্সিং ও ব্যাংকের অভ্যন্তরীন পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অর্জিতব্য লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশলসমূহ প্রকাশ করতে হবে।	প্রকৌশল বিভাগ জনসংযোগ বিভাগ তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ
		(গ) ব্যাংকের অভ্যন্তরীন পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং গ্রীন ফাইনান্সিং এর জন্য ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনপূর্বক তা অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে ঃ (১) ব্যাংকের যে সব শাখা ও কার্যালয়ে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন বা বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারন করা;	প্রকৌশল বিভাগ
		(২) বিদ্যমান শাখা ও কার্যালয়ে বর্তমানে যে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোল, জ্বালানী ব্যবহার হচ্ছে তা হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা;	সাধারন সেবা বিভাগ
		(৩) ব্যাংক অর্থায়িত শিল্প, প্রকল্প, কারবার প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক ব্যবহৃত গাড়ি, যন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা;	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ আন্তর্জাতিক বিভাগ (ট্রেড) সাধারন সেবা বিভাগ প্রকৌশল বিভাগ
		(৪) ব্যাংকের সকল শাখা ও কার্যালয়কে কম্পিউটারাইজড করার লক্ষ্যে কোন ধাপে কতটি শাখাকে কম্পিউটারাইজড করা হবে তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করার পাশাপাশি কোন ধাপে কতটি শাখা/কার্যালয়ে অন-লাইন ব্যাংকিং/ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং চালু করা হবে তার সংখ্যা নির্ধারন করা;	তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ
		(৫) ব্যাংকের কোন কোন শাখা/কার্যালয়ের বিল্ডিংকে পরিবেশ বান্ধব করে অভ্যন্তরীন পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় আনা হবে তা নির্ধারন করা;	প্রকৌশল বিভাগ
		(৬) পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্প/প্রকল্প/ব্যবসায় অর্থায়ন হ্রাস করার লক্ষ্যে এতদ্‌বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা;	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ আন্তর্জাতিক বিভাগ (ট্রেড)
		(৭) পরিবেশ বান্ধব ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট তথা শিল্প/প্রকল্প ব্যবসা ও কৃষিতে অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা;	শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ আন্তর্জাতিক বিভাগ (ট্রেড)
(১২)	ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং গ্রাহকদের প্রশিক্ষন/উদ্বুদ্ধকরন কর্মসূচি	ব্যাংকের মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসাবে পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকির প্রাসংগিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষন প্রদানসহ উদ্বুদ্ধকরন করতে হবে। ব্যাংক গ্রাহকদেরকেও পরিবেশগত ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে।	মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ জনসংযোগ বিভাগ
(১৩)	পরিবেশ সচেতন গ্রাহক শ্রেণী সৃষ্টি	ব্যাংকের গ্রাহক, শিল্প উদ্যোক্তা ও শিল্প/প্রকল্পে কর্মরত কর্মী বাহিনীসহ পন্য/সেবা বাজারজাতকরনের সাথে সম্পৃক্ত লোকজন এবং পন্য/ সেবার ভোক্তাদেরকে পরিবেশ আইন বিষয়ে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি পরিবেশ আইন ও নিয়মনীতি মেনে চলার জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষন কর্মসূচি ইত্যাদি গ্রহন করতে হবে।	শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ জনসংযোগ বিভাগ

ক্রঃ নঃ	বিষয়	কাজের বিবরন	ব্যাংক বিভাগের নাম
(১৪)	গ্রীন ব্যাংকিং কার্যকম প্রকাশ ও রিপোর্টিং	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকের অতীতের সম্পাদিত কর্মকান্ড, বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যতে গৃহীতব্য কার্যাবলী সম্পর্কে গ্রীন ব্যাংকিং রিপোর্ট প্রকাশ করবে। ব্যাংকের পরিবেশগত কার্যক্রমসহ বড় গ্রাহক/শিল্প উদ্যোক্তার পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম/অবদানের বিস্তারিত ও হালনাগাদ তথ্য গ্রীন ব্যাংকিং রিপোর্টে প্রকাশ করতে হবে।	জনসংযোগ বিভাগ
(১৫)	নির্ধারিত ফরমেটে রিপোর্টিং	আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ফরমেটে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক স্বতন্ত্র গ্রীন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং এ গ্রীন বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহ কোন স্বাধীন এজেন্সী বা গ্রহনযোগ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক পরীক্ষিত হতে হবে।	জনসংযোগ বিভাগ
(১৬)	ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রেরন	ব্যাংক কর্তৃক গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত গৃহীত, বাস্তবায়িত ও গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ-সাইট সুপারভিশন বিভাগে রিপোর্ট প্রেরন করতে হবে। প্রত্যেক ত্রৈ-মাসিক রিপোর্ট পরবর্তী মাসের ১৫(পনের) তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরন করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক বার্ষিক রিপোর্ট এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদ তথ্যসমৃদ্ধ করে রাখতে হবে।	শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ